প্রাথমিক শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশ প্রসঙ্গে ব্র্যাকের বক্তব্য

প্রাথমিক শিক্ষার বই ও ব্র্যাককে জড়িয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ব্র্যাক কর্তৃপক্ষ। ব্র্যাকের পাবলিক

ব্র্যাক : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

ব্র্যাক : বক্তব্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অ্যাফেয়ার্স পরিচালক এম তওহিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ব্র্যাক তার মুদ্রিত বইগুলো এনসিটিবি বা অন্য কাউকে বিক্রি করে না বলে টেন্ডারের প্রশ্নই ওঠে না।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যেসব দরিদ্র শিশু কখনও স্কুলে যায়নি অথবা ঝরে পড়েছে তাদের জন্য ব্র্যাক উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সব বই এবং তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজি ও ধর্মীয় বই জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কাছ থেকে ব্র্যাক ক্রয় করে আসছে। চলতি বছরের প্রথমদিকেই ১৩ লাখ ৬১ হাজার কপি বইয়ের চাহিদাপত্র দেয়া হয়। কিন্তু আগের চাহিদার ভিত্তিতে ২৭ হাজার বই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে সক্ষম না হওয়ায় ওই বইসহ মোট ১৩ লাখ ৮৯ হাজারটি বই গত জুন মাসের মধ্যে দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১১ লাখ ৩৮ হাজার ৪১৯ টাকা অগ্রিম হিসাবে জমাও দেয়া হয়। উপরন্তু ব্র্যাকের পক্ষ থেকে গত ৩ জুন চতুর্থ শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ে ১ লাখ ৪১ হাজারটি বইয়ের চাহিদাপত্র প্রদান করা হয়। এসব বই জুলাই ২০০২ এর মধ্যে সরবরাহ করার কথা ছিল। উল্লেখ্য, ব্র্যাকের শিক্ষাবর্ষকাল ১০ মাস এবং ২০০৩ এর পাঠ্যসূচি ৫ বছরের চতুর্থ ভাগে শুরু হবে অথচ গত কয়েক মাস যাবৎ ব্র্যাকের শিক্ষার্থীদের কাছে বই পৌঁছেনি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি স্কুলে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়াকে ব্র্যাক বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। সুতরাং চলতি বছরের মধ্যে ২০০৩ সালের পাঠ্যপুস্তক প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছে পৌঁছে দেয়া অতীব প্রয়োজন বিধায় ব্র্যাক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে তাঁর চাহিদা অনুযায়ী বই মুদ্রণ করার অনুমতি প্রার্থনা করে। ব্র্যাক কর্তৃক টেন্ডারের প্রশ্নই আসে না, কারণ ব্র্যাক তার মুদ্রিত বইগুলো এনসিটিবি বা অন্য কাউকে বিক্রি করবে না। উপরন্তু যারা লাভের উদ্দেশ্যে বই মুদ্রণ করেন তাদেরকেই রয়্যালটি প্রদান করতে হয়। যদিও ব্র্যাকের এই বই মুদ্রণের উদ্দেশ্য ব্যবসা বা লাভ নয়, তবুও ৭.৫ ভাগ রয়্যালটি ধার্য করা হয় এবং স্কুলের শিশুদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্র্যাক এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। ব্র্যাক তার স্কুলের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর বই নিজেই মুদ্রণ করে থাকে এবং একইভাবে সরকারি শিক্ষা কার্যক্রমের মান বজায় রেখে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর বইও মুদ্রণ করতে পারত। কিন্তু যেহেতু ব্র্যাক স্কুলের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর ৯০ ভাগই হাই স্কুলে ভর্তি হয়, সেহেতু ব্র্যাক সরকারি বই কেনার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে এই শিশুরা সরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিশুদের সঙ্গে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। দরিদ্র পিতামাতাদের অনুরোধে ১৯৮৫ সালে ব্র্যাকের উপ-আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং বর্তমানে ৩৪ হাজার ব্র্যাক স্কুলে ১১ লাখ দরিদ্র ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে। ইতোমধ্যে ৪০ লাখ শিশু ব্র্যাক স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করছে। ব্র্যাক স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের বইসহ সবধরনের উপকরণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।